THE HUNGER PROJECT

আমার স্বাস্থ্য
আমার সুরক্ষা
আমার দায়িত্ব

বরেন্দ্র প্রবাহ

COVID-19

৩৮ বনছায়া, ফিরোজাবাদ, সপুরা, রাজশাহী।
WWW.FACEBOOK.COM/
THP RAJSHAHI REGION
CONTACT NO: 01724244780

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের ই-নিউজ লেটার
১ম বর্ষ * ৯ম সংখ্যা * বৃহস্পতিবার* ২০ আগস্ট ২০২০

সবাই যদি হন যুক্ত,
গ্রাম হবে করোনামুক্ত

গ্রামশক্তির সমন্বয়ে করোনামুক্ত গোপালপুর

অভ্যাসকে জয় করাই পরম বিজয়। বিশ্বব্যাপি করোনা সংক্রমণ রোধে অভ্যাস পাল্টানোর মিশনে মানুষ যুক্ত হয়েছে, বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাংলাদেশে ৮ই মার্চ ২০২০ প্রথম করোনা রোগি সনাক্ত হয় । এরপর থেকে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তন ছাড়া কোন বিকল্প পথ নাই । আমাদের করোনা হতে রক্ষা পেতে ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে দুই হাত ভালোভাবে পরিস্কার করা, বাড়ির বাইরে বের হলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করা, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন ও নিয়মিত শরীরে রোদ লাগানো এ অভ্যাসগুলো প্রতিপালন করলে করোনাকে জয় করা যাবে বলে অনেকে মনে করেন। মানুষের অভ্যাসকে ইতিবাচকভাবে পাল্টিয়ে করোনা জয় করেছে একটি গ্রাম। নাম তার গোপালপুর।

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলাধীন ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়নের গ্রাম গোপালপুর । করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারিতে করোনামুক্ত গ্রাম উপহার দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে গ্রামটি। গ্রাম উন্নয়ন দল, গোপালপুর দুঃস্থ মানব কল্যাণ সংগঠন, উজ্জীবক ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে নানামূখি ছোট ছোট উদ্যোগে গোপালপুর গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখতে সফল হয়েছে। গ্রামের প্রায় সাড়ে ৪শতাধিক পরিবারের ৩৫০টিই গরিব। এখানে অর্থের সংকট আছে কিন্তু মানুষদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং একাগ্রতার কোন ঘাটতি নেই। ইয়ুথ এম্বাসেডর গ্রাম উন্নয়ন দল, এবং গণগবেষক সম্মিলিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে গ্রামের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝান এবং গোপালপুর গ্রামের প্রাণকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের সামনে যেখানে বিকাল হলেই মানুষ এসে আড্ডা দেয় সেখানে ১টি বেসিন স্থাপন করেন। গোপালপুর দুঃস্থ কল্যাণ সংগঠন ও গ্রাম উন্নয়ন দলের উদ্যোগে গ্রামের ৪০০ পরিবারে সাবান এবং মাস্ক বিতরণ করে। শারীরিক দুরত্ব মেনে চলা, বাড়িতেই থাকা, গুজব-অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, নারী, শিশু এবং বয়স্কদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষ কে সচেতন করে তোলেন। গ্রামকে সুরক্ষিত রাখতে ৪ দফায় গ্রামে ১৬০০ লিটার জীবাণূনাশক স্প্রে করেছেন।

ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম উন্নয়ন দলের উদ্যোগে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামুলক মাইকিং করা হয়। মানুষ যাতে গুজবে কান না দিয়ে সচেতন থাকে এজন্য গোপালপুর দুঃস্থ সংগঠনের সদস্য ৩৬ জনই সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন। এসময়ে বাড়িতে থাকার জন্য বাল্যবিয়ে রোধে উঠান বৈঠক করেন । তরুণদের বিপথগামিতা প্রতিরোধে ক্ষুদ্র পরিসরে খেলাধুলা আয়োজন করে।

ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় দেড়শতাধিক মানুষ কর্ম-সংস্থানের সুবাদে বাইরে অবস্থান করছিলেন। তারা বাড়িতে ফিরে আসলে তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করেছেন। কোয়ারেন্টিনে থাকা মানুষদের খাদ্য বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। এছাড়াও ধান কাটার মৌসুমে ২৫০ জন বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ধান কেটে বাড়িতে আসার পরে ও গন্তব্যে পৌছানোর পরে তাদের কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করেন। গ্রামে অসুস্থ্য ১০জন মানুষের করোনা পরীক্ষা নিশ্চিত করেছেন। তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কার্যক্রম শুরুর দিকে ইয়ুথ এম্বাসেডর হাসিব ভদ্র, গণগবেষক রাজিব, উজ্জীবক ও ইউপি সদস্য এ,এসএম জাহাঙ্গীর ও রন্জনার নেতৃত্বে ১১ জনের টিম কাজ করলেও ক্রমাগতভাবে গ্রামের সকল মানুষ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। ফলে খুব সহজেই মানুষকে সচেতন করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

টাটকা শাক-সবজি উৎপাদনের গুরুত্ব অনুধাবন করে হাসিব ভদ্র পরিবারের বিভিন্ন জনের নিকট থেকে ১০ বিঘা জমি সংগ্রহ করে বিভিন্ন সবজি চাষ করেন। কিন্তু ফল পাওয়ার শুরুতেই ৭ বিঘা জমির সবজি পানিতে ডুবে যায়। বাকি তিন বিঘা জমির সবজি নিজের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে গ্রামের দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরন করছেন। লকডাউনে খাদ্য সহায়তা বঞ্চিত ২০০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ৫ কেজি চাল, ২কেজি ডাল, ১কেজি তেল পৌঁছে দিয়েছেন রাজিব আহাম্মেদ, হাসিব ভদ্র ও তার টিমের সদস্যরা । ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় করে ৩০০টি পরিবারকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সহায়তা নিশ্চিত করেন । ঈদের পূর্বে এলাকার ধনাঢ্য শামসুদ্দিনের নিকট হতে ৫০টি পরিবারে ১কেজি চিনি আধা কেজি সেমাই বিতরন করেন। ২০ রোজার দিনে বাইরে থেকে দুইজন ব্যক্তি গ্রামে আসে চোলাই মদ তৈরীর উদ্দেশ্যে। করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা সেখানে গিয়ে প্রতিরোধ করে। এখন মানুষ অনেক ভালো আছে।

গোপালপুর গ্রামের ইয়ুথ এম্বাসেডর হাসিব ভদ্র বলেন "সারা বিশ্বে মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে আমরা চেয়ারম্যান, গোপালপুর দুঃস্থ কল্যাণ সংগঠনে সদস্য এবং গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যসহ গ্রামের মানুষকে নিয়ে মিটিং করি। করোনার ভয়াবহতা নিয়ে নিজেরা স্বচ্ছ ধারণা নেই। আমরা আলাপ করি আমাদের করণীয় কি হবে এবং ১১ সদস্য বিশিষ্ট করোনা প্রতিরোধ কমিটি গঠন, হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার, শারীরিক দুরত্ব মেনে চলা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এখনও পযর্ন্ত এ গ্রামে কোন করোনা আক্রান্ত রোগি সনাক্ত হয় নাই।" অভ্যাসকে জয় করার ফলে এ গ্রামে করোনার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে।

উপদেষ্টামন্ডলি: মিজানুর রহমান, আল-আমীন মিয়া, জাহিদুল ইসলাম রাসেল, মাসুম রাসেল
সম্পাদনা: আসির উদ্দীন
সম্পাদনা সহযোগি: রাজশাহী অঞ্চলের সকল স্বেচ্ছাব্রতি ও সহকর্মীবৃন্দ
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-রাজশাহী অঞ্চল

আসুন, সবাই মিলে শপথ করি,
করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি।